খসড়া বিধিমালা-২০২৩
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ২৬ শ্রাবণ, ১৪৩০/১০ আগস্ট, ২০২৩

খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুত, স্থানান্তর, পরিবহন, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ২১ নং আইন) এর ১৮ ধারা এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তনঃ-** (১) এই বিধিমালা খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুত, স্থানান্তর, পরিবহন, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) বিধিমালা, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞাঃ-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(১) **"স্থানান্তর"** বলিতে খাদ্যদ্রব্য খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে আসার পর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে **অথবা**

সরকারের এক স্থাপনা হইতে আরেক স্থাপনায় প্রেরণকে বুঝাইবে।

ব্যাখ্যাঃ সংগ্রহ মৌসুমে অথবা আমদানীর মাধ্যমে সংগৃহীত খাদ্যদ্রব্য সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার আওতায় বিভিন্ন খাতে ভোক্তা বা জনপ্রতিনিধিগণকে **পৌঁছাইয়া** দেওয়াকে স্থানান্তর বুঝাইবে।

(২) "অনুমোদিত জাত" বলিতে জাতীয় বীজ বোর্ড, **ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI), বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA)** বা সরকার স্বীকৃত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত জাতকে বুঝাইবে।

(৩) **"খাদ্যশস্য ব্যবসার লাইসেন্স"** বলিতে খাদ্যশস্য (**ধান, চাল**, গম, আটা, ভুট্টা ইত্যাদি) ব্যবসায়ী/প্রতিষ্ঠান যিনি/যাহারা এককভাবে কিংবা মিলিতভাবে **৩** মে.টন এর অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য (**ধান, চাল**, গম, আটা, ভুট্টা ইত্যাদি) মজুত/ক্রয়-বিক্রয় করেন, তাহার/তাঁহাদের ব্যবসার অনুমতিপত্রই খাদ্যশস্য ব্যবসার লাইসেন্স;

(৪) **"খাদ্যদ্রব্যের স্বাভাবিক উপাদান"** বলিতে খাদ্যদ্রব্যে বিদ্যমান প্রাকৃতিক উপাদান (শর্করা, আমিষ বা প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, **ভিটামিন,** খনিজ, লবণ এবং পানি) এবং খাদ্যদ্রব্যের স্বাভাবিক বর্ণ, গন্ধ, আকার-আকৃতি, গঠন, প্রকৃতি ইত্যাদিকে বুঝাইবে।

(৫) "সরকার কর্তৃক খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ" বলিতে সরকারি খাদ্যগুদামসমূহে **"নিরাপত্তা খাদ্য মজুত" (Security Stock)** গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সংগ্রহ মৌসুমে সরাসরি কৃষকদের নিকট হইতে মৌসুম ভিত্তিক ধান ও গম এবং চুক্তিবদ্ধ চালকল মালিকগণের নিকট হইতে **খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং আন্তর্জাতিক উৎস হইতে আমদানিকৃত খাদ্যশস্য** বুঝাইবে।

(৬) **"বিতরণকৃত সিল"** বলিতে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক খাতে সরকারি খাদ্য গুদাম **হইতে** খাদ্যশস্য বিতরণকালে খাদ্যশস্যের বস্তায় অঙ্কিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আকার, ডিজাইন ও রংয়ের সিলকে বুঝাইবে।

(৭) **"সরকারি খাদ্যগুদামে রক্ষিত খাদ্যদ্রব্য বৈধভাবে সংগ্রহ"** বলিতে সংগ্রহ মৌসুমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দরে কৃষকদের নিকট **হইতে** সরাসরি **ধান, গম ও ভুট্টা** এবং চুক্তির বিপরীতে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা খাদ্য

নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত বরাদ্দ আদেশ মোতাবেক বৈধ ও **লাইসেন্স প্রাপ্ত** সচল মিল মালিক **হইতে** সরকারি খাদ্য গুদামে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহকে বুঝাইবে।

(৮) **"সরকারি খাদ্যগুদামে রক্ষিত খাদ্যদ্রব্য অবৈধভাবে সংগ্রহ" বলিতে সরকারি হিসাবে ডিও দেওয়ার পর মাল উত্তোলন দেখাইয়া মজুদ রাখা হইলে এবং গুদাম হইতে উত্তোলনের নির্ধারিত সময়ের পর (Cut of Date) গুদামের ভেতরে মজুদ রাখা হইলে অথবা অন্যকোন ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করা বুঝাইবে।**

(৯) "আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য" বলিতে সরকারি বা বেসরকারিভাবে বিদেশ **হইতে** ক্রয়কৃত **অথবা অন্যকোন উপায়ে প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্য বুঝাইবে।**

(১০) **"এলইউএ (LUA- Loading/Unloading Advice)"** বলিতে গুদামে খাদ্যশস্য গ্রহণ, গুদাম **হইতে** অন্যত্র প্রেরণ ও বিলি বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য **ডিজিটাল পদ্ধতিতে কোন অ্যাপসের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অথবা অন্যকোন উপায়ে প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের ফরম কে বুঝাইবে**।

(১১) **"ডিও (Delivery Order)"** বলিতে **খাদ্য বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা** কর্তৃক ইস্যুকৃত আদেশ যা দ্বারা খাদ্য গুদাম হইতে খাদ্যশস্য, নিলামে বিক্রিত দ্রব্যাদি, অকেজো মালামাল ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়।

(১২) **"মিশ্রণ"** বলিতে একটি নির্দিষ্ট জাতের খাদ্যদ্রব্যের সহিত অন্য কোন জাতের খাদ্যদ্রব্য, এক মৌসুমে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের সহিত পূর্ববর্তী মৌসুমে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য, দেশে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের সহিত আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য **একত্রিকরণ এবং খাদ্যদ্রব্যকে অধিকতর ব্যবহার উপযোগী করিবার জন্য অন্য কোন দ্রব্যের মিশ্রণ বুঝাইবে।**

(১৩) "Public Food Distribution System(**PFDS**)" বলিতে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার আওতায় বিভিন্ন আর্থিক ও অআর্থিক খাতে খাদ্যশস্য বিতরণ বুঝাইবে।

(১৪) **"অবৈধ মজুত"** বলিতে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত বা অনুমোদিত সময়ের অতিরিক্ত সময় কোন খাদ্যদ্রব্য মজুত রাখা **এবং সরকারি খাদ্য গুদামে ও গুদামের বাইরে হিসাব বহির্ভূত মজুদকে বুঝাইবে।**

১৫) **"জব্দকৃত খাদ্যদ্রব্য"** বলিতে সেই সমস্ত খাদ্যদ্রব্যকে বুঝাইবে যাহা সরকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মচারি কর্তৃক **অথবা আদালতের নির্দেশে অথবা কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধমূলক কর্মকান্ড হইয়াছে এই প্রকার সন্দেহে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক জব্দ করা হইয়াছে।**

৩। **উৎপাদন বা বিপণনঃ-** (ক) কোন অনুমোদিত জাতের খাদ্যশস্য হইতে উপজাত হিসাবে যে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যাইবে তাহাকে উক্ত জাতের উপজাত হিসাবে নামকরণ করিতে হইবে। ভিন্ন কোন নামে নামকরণ করা হইলে- যেমনঃ বিআর-২৮ ধান হইতে মিলিং এর পর প্রাপ্ত চালের নাম বিআর-২৮ চাল হিসাবে নামকরণ করিতে হইবে। অন্য কোন নামে যেমন- মিনিকেট, কাজললতা, আশালতা, রাধুনী বা এরূপ অন্য কোন নামে নামকরণ করিয়া বাজারজাত করা যাইবে না;

(খ) খাদ্যদ্রব্যের বিদ্যমান বিভিন্ন উপাদানের বর্ণ, গন্ধ, আকার-আকৃতি, গঠন, প্রকৃতি ইত্যাদির প্রাকৃতিক উপস্থিতি মানব স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান নিশ্চিত করিবার পাশাপাশি শক্তি অর্জন, দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। উক্ত স্বাভাবিক উপাদানসমূহকে সম্পূর্ণ বা আংশিক (অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত) অপসারণ করিলে;

(গ) খাদ্যদ্রব্যের সহিত মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর (প্রাকৃতিক বা মানব সৃষ্ট) উপাদান যা খাদ্যদ্রব্যের স্বাভাবিক গুণাবলীকে ব্যাহত করে যেমন: বিভিন্ন ধরণের প্রিজারভেটিভ-ফরমালিন, কার্বাইড, ইথিলিন প্রভৃতি **(ক্ষেত্র বিশেষে অনুমোদিত মাত্রার অতিরিক্ত ব্যবহার করিলে) এবং** বিভিন্ন ধরণের কৃত্রিম রং, পাথর, বালি ইত্যাদি মিশ্রণ করিলে;

(ঘ) পরিশিষ্ট 'ক' এ উল্লিখিত সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিত কোন ব্যবসায়ী বা চালকল মালিক (যিনি/**যাহারা** এককভাবে কিংবা মিলিতভাবে **৩** মে.টন এর অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য যেমন- **ধান, চাল,**

গম, আটা, ভুট্টা ইত্যাদি **মজুত,** ক্রয়-বিক্রয় করেন) ব্যবসা পরিচালনা করিলে অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ লাইসেন্স দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা করিলে (পরিশিষ্ট ''খ') অথবা পরিশিষ্ট 'গ'এ উল্লিখিত পরিমাণের অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত ও বিপণন করিলে **এই আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হইবে।**

৪। মজুত সংক্রান্তঃ- যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিধি বহির্ভূতভাবে অধিক মুনাফার আশায় 'পরিশিষ্ট গ' এ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের অধিক পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য মজুত করিয়া রাখিয়া বা অনুমোদিত সময়ের অতিরিক্ত সময় ধরিয়া রাখিয়া মজুত সংক্রান্ত সরকারের কোন নির্দেশনা অমান্য করে তাহা অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

৫। সরবরাহ সংক্রান্তঃ-

(ক) **ব্যক্তি বলিতে এই আইনের ধারা ০২ এর ৯ এ বর্ণিত ব্যক্তিকে বুঝাইবে এছাড়াও এ সংক্রান্ত কাজে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে বুঝাইবে।** ।

(খ) **পুরাতন খাদ্য/মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যদ্রব্য বলিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ), বিএসটিআই, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অথবা সরকারি আইনের দ্বারা গঠিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃত ল্যাবরেটরি কর্তৃক অথবা এই বিষয়ে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লিখিত ঘোষিত ফলাফলকে খাবারের গুণাবলী সঠিক বা বেঠিক নির্ধারণের সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।**

৬। **বিতরণ, স্থানান্তর, ক্রয় বা বিক্রয়ঃ- Public Food Distribution System(PFDS)** এর আওতায় খাদ্য গুদাম **হইতে** 'ডিও' এর মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণকালে বস্তার উপর আবশ্যিকভাবে "বিতরণকৃত" সিল (পরিশিষ্ট -ঘ এ নমুনা উল্লিখিত) এবং খাতের নাম উল্লেখ **থাকিতে হইবে। গুদাম কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা ডিও গ্রহণকারীগণকে খাদ্য শস্যের বস্তা বিতরণকালে বিতরণকৃত সীল প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন।**

৭। **বিভ্রান্তি সৃষ্টিঃ-** কোন ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুত, স্থানান্তর, পরিবহন, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন সম্পর্কিত কোন গুজব, মিথ্যা তথ্য বা বিবৃতি কোন প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তৈরী, মুদ্রণ, প্রকাশ, প্রচার বা বিতরণ করিলে উহা **এই আইনের ০৭ ধারা অনুযায়ী অপরাধ বিবেচিত হইবে।**

গুজব, মিথ্যা তথ্য এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া বলিতে নিম্নের ব্যাখ্যা বুঝাইবে :

(১) **গুজব বলিতে বুঝাইবে কোনো ঘটনা সম্পর্কে লোকমুখে প্রচারিত সত্যতা বিহীন কিছু কথা বা ব্যাখ্যা যাহা দ্বারা অডিও ভিডিও বার্তা**

ইচছাকৃতভাবে ভ্রান্ত তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা যায়।

(২) **মিথ্যা তথ্য বলিতে বুঝাইবে সেই সকল তথ্য বা সংবাদ যাহা অসত্য, ভুল, ত্রুটিপূর্ণ, বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্যমূলক বা আংশিক সত্য।** (৩) **প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া বলিতে সেই সব গণমাধ্যমকে বুঝাইবে যাহার মাধ্যমে মুদ্রিত উপায়ে প্রকাশনা এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সাথে যুক্ত ডিভাইস দ্বারা সামগ্রিক বিষয়বস্তু তৈরি, বিতরণ, প্রকাশ, প্রচার, ও তথ্য আদান প্রদান করা যায়।**

৮। **কর্তব্য পালনে বিরত থাকা বা কর্তব্য পালনে বাধা প্রদান বিষয়ক ব্যাখ্যা নিম্নরূপ হইবে:-**

(১) কর্মসম্পাদনে বিরত রাখা বলিতে বুঝাইবে এই আইন, বিধি বা প্রবিধান পালনের জন্য কোন কাজ করা বা না করা বা অন্য কোন ভাবে কর্তব্য পালনে বাধা প্রদান বা বিরত রাখা।

(২) প্ররোচিত করা বলিতে এই আইন, বিধি বা প্রবিধান পরিপন্থি কোন কাজে কোন কর্মচারী বা সংশ্লিষ্ট আইনের সাথে জড়িত স্টেকহোল্ডারদের (মিল মালিক, আড়তদার, চাল কল মালিক, কৃষকও খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সরকারি কার্মচারীগণ) উৎসাহ দেওয়া।

(৩) অসন্তোষ বা বিশৃঙ্খলা বলিতে এই আইন, বিধি বা প্রবিধান বাস্তবায়নের সাথে জড়িত কোন কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা।

(৪) বাধা দেয়া বলিতে এই আইন, বিধি বা প্রবিধান বাস্তবায়নের সাথে জড়িত কাজ সম্পাদন করিতে শারীরিক, মানসিক, দাপ্তরিক, প্রাতিষ্ঠানিক বা আর্থিক দিক দিয়ে বাধা প্রদান করা।

০৯। **কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংগঠন: এই আইনের কোন ধারায় কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইলে তিনি বা তাঁহারা অভিযোগের দায় যদি অস্বীকার করেন এবং ইহা কোন কোম্পানির বিরুদ্ধে দায় বলিয়া দাবি করেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ উপযুক্ত কাগজপত্র, তথ্য প্রমাণ দাখিল করিবেন। অভিযোগকারীর নিকট তথ্য প্রমাণাদি যথার্থ বিবেচিত হইলে উক্ত অভিযোগের দায় সংশ্লিষ্ট কোম্পানির দায় বলিয়া বিবেচিত হইবে।**

১০। **প্রবেশ ও পরিদর্শনঃ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী পরিদর্শনকালে নিয়মবহির্ভূত কোন কাজ হইয়াছে কিনা তাহার তালিকা প্রস্তুত করিবেন।** এক্ষেত্রে সাক্ষী হিসাবে স্থানীয় ২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ নাম ও ঠিকানা **প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল নাম্বার ও ই-মেইল আইডি** উক্ত তালিকায় লিপিবদ্ধ করিবেন। প্রয়োজনে পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত মজুত খাদ্যদ্রব্য জব্দ করা যাইবে। **স্থানীয় কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি না পাওয়া গেলে উপস্থিত ০২ (দুই) জন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে।**

১১। **জব্দকৃত খাদ্যদ্রব্য নিষ্পত্তিকরণঃ**

(১) জব্দকৃত খাদ্যদ্রব্য নিষ্পত্তিকরণের ক্ষেত্রে এ আইনের ১১ এর ১ ধারা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) নমুনা সংগ্রহ : জেলা খাদ্য কর্মকর্তা/প্রতিনিধি অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তা নমুনা সংগ্রহ করিবেন। এইক্ষেত্রে জব্দকৃত খাদ্যদ্রব্যের নমুনার পরিমাণ কমপক্ষে ০৫ কেজি হইতে হইবে।

(৩) আদলত কর্তৃক ভিন্নরূপ আদেশ না থাকিলে কমিটির মাধ্যমে নিলাম কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে।

(ক) মহানগর পর্যায়ের কমিটির রূপরেখা হইবে নিম্নরূপ :

১. আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক - সভাপতি

২. জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি - সদস্য

৩. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ এর প্রতিনিধি -সদস্য

৪. ম্যাট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধি - সদস্য

৫. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক - সদস্য সচিব

(খ) জেলা কমিটির রূপরেখা হইবে নিম্নরূপ:

১. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক - সভাপতি
২. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর - সদস্য
৩. পুলিশ সুপার এর প্রতিনিধি —সদস্য
৪. উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক —সদস্য সচিব

জেলা কমিটির ক্ষেত্রে নিলামের কার্যক্রম জেলা প্রশাসক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(গ) **উপজেলা পর্যায়ে কমিটির রূপরেখা নিম্নরূপ:**

১ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা -সভাপতি
২. থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা - সদস্য
৩. উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা -সদস্য
৪. উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা -সদস্য সচিব

১২। অপরাধের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা ও জামিন অযোগ্যতা

(১) আমলযোগ্য অপরাধ বলিতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬ ধারায় উল্লিখিত অপরাধসমূহ বুঝাইবে,

(২) জামিনযোগ্য অপরাধ বলিতে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৬ ধারায় উল্লিখিত অপরাধসমূহ বুঝাইবে

(৩) জামিন অযোগ্য অপরাধ বলিতে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৭ ধারায় উল্লিখিত অপরাধসমূহ বুঝাইবে ।

১৩। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশঃ** (১) এই **বিধিমালা** প্রবর্তনের পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই বিধির ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে। (২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

পরিশিষ্ট-ক

বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স, এতদসংক্রান্ত ফি ও প্রদানকারী/নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ :

ক্রমিক নং	খাদ্যশস্য ও খাদ্যসামগ্রী ব্যবসার শ্রেণী	নতুন লাইসেন্স ফি (টাকা)	নবায়ন ফি (টাকা)	ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স প্রদান, নবায়নকারী/ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদানকারি কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
(১)	আমদানীকারক	১০,০০০/- (দশ হাজার)	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার)	নতুন লাইসেন্স ফি'র ২০% = ২,০০০/- (দুই হাজার)	প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
(২)	পাইকারি ব্যবসায়ী ও আড়তদার	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার)	২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত)	নতুন লাইসেন্স ফি'র ২০% = ১,০০০/- (এক হাজার)	প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
(৩)	খুচরা ব্যবসায়ী	১,০০০/- (এক হাজার)	৫০০/- (পাঁচশত)	নতুন লাইসেন্স ফি'র ২০% = ২০০/- (দুইশত)	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/এলাকা রেশনিং কর্মকর্তা

(৪)	মেজর ও কম্প্যাক্ট ময়দাকল	৩,০০০/- (তিন হাজার)	১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত)	নতুন লাইসেন্স ফি'র ২০% = ৬০০/- (ছয়শত)	প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
(৫)	রোলার ময়দাকল	১,০০০/- (এক হাজার)	৫০০/- (পাঁচশত)	নতুন লাইসেন্স ফি'র ২০% = ২০০/- (দুইশত)	প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
(৬)	আটাচাক্কি	৬০০/- (ছয় শত)	৩০০/- (তিনশত)	নতুন লাইসেন্স ফি'র ২০% = ১২০/- (একশত বিশ)	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/এলাকা রেশনিং কর্মকর্তা
(৭)	অটোমেটিক রাইচ মিল	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার)	২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত)	নতুন লাইসেন্স ফি'র ২০% = ১,০০০/- (এক হাজার)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
(৮)	মেজর রাইচ মিল	৪,০০০/- (চার হাজার)	২,০০০/- (দুই হাজার)	নতুন লাইসেন্স ফি'র ২০% = ৮০০/- (আটশত)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
(৯)	হাসকিং রাইচ মিল	১,০০০/- (এক হাজার)	৫০০/- (পাঁচশত)	নতুন লাইসেন্স ফি'র ২০% = ২০০/- (দুইশত)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
(১০)	ওএমএস ডিলার	১,০০০/- (এক হাজার)	৫০০/- (পাঁচশত)	নতুন লাইসেন্স ফি'র ২০% = ২০০/- (দুইশত)	প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক

(৪)	মেজর ও কম্প্যাক্ট ময়দাকল	৩,০০০/- (তিন হাজার)	১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত)	নতুন লাইসেন্স ফি'র ২০% = ৬০০/- (ছয়শত)	প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
(৫)	রোলার ময়দাকল	১,০০০/- (এক হাজার)	৫০০/- (পাঁচশত)	নতুন লাইসেন্স ফি'র ২০% = ২০০/- (দুইশত)	প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
(৬)	আটাচাক্কি	৬০০/- (ছয় শত)	৩০০/- (তিনশত)	নতুন লাইসেন্স ফি'র ২০% = ১২০/- (একশত বিশ)	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/এলাকা রেশনিং কর্মকর্তা
(৭)	অটোমেটিক রাইচ মিল	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার)	২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত)	নতুন লাইসেন্স ফি'র ২০% = ১,০০০/- (এক হাজার)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
(৮)	মেজর রাইচ মিল	৪,০০০/- (চার হাজার)	২,০০০/- (দুই হাজার)	নতুন লাইসেন্স ফি'র ২০% = ৮০০/- (আটশত)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
(৯)	হাসকিং রাইচ মিল	১,০০০/- (এক হাজার)	৫০০/- (পাঁচশত)	নতুন লাইসেন্স ফি'র ২০% = ২০০/- (দুইশত)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
(১০)	ওএমএস ডিলার	১,০০০/- (এক হাজার)	৫০০/- (পাঁচশত)	নতুন লাইসেন্স ফি'র ২০% = ২০০/- (দুইশত)	প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক

১।	চাল/ধান	সর্বোচ্চ ৩০০ (তিনশত) মেঃ টন	৩০ (ত্রিশ) দিন	সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) মেঃটন	১৫ (পনের) দিন	আমদানীকৃত পণ্যের ১০০ (একশত) ভাগ	৩০ (ত্রিশ) দিন
২।	গম/গমজাত দ্রব্য	সর্বোচ্চ ২০০ (দুইশত) মেঃ টন	৩০ (ত্রিশ) দিন	সর্বোচ্চ ১০ (দশ) মেঃটন	১৫ (পনের) দিন		
৩।	চিনি (পরিশোধিত)	সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) মেঃ টন	৩০ (ত্রিশ) দিন	সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) মেঃটন	২০ (বিশ) দিন	৫০ (পঞ্চাশ ভাগ	৪০ (চল্লিশ) দিন
৪।	ভোজ্য তেলঃ						
	(ক) সয়াবিন (পরিশোধিত)	সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) মেঃ টন	৩০ (ত্রিশ) দিন	সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) মেঃটন	২০ (বিশ) দিন	২৫ (পঁচিশ) ভাগ	৫০ (পঞ্চাশ) দিন
	(খ) পামওয়েল (পরিশোধিত)	সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) মেঃ টন	৩০ (ত্রিশ) দিন	সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) মেঃটন	২০ (বিশ) দিন		